

## ■■ যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৪. জুমু'আর সালাতের আযানের পরে কেনা-বেচা করা রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

জুমু'আর সালাতের আযানের পরে কেনা-বেচা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন.

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَواهِمِ ٱلاَجُمُعَةِ فَٱسالَعَوااْ إِلَىٰ ذِكارِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلاَبَياعَا ذَٰلِكُما اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلاَبَياعَا ذَٰلِكُما خَيارا لَّكُما إِن كُنتُما تَعالَمُونَ ٩﴾ [الجمعة: ٩]

"হে ঈমানদারগণ! জুমু'আ দিবসে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জ্ঞান রাখ"। [সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত ৯]

অত্র আয়াতদৃষ্টে আলিমগণ আযান থেকে শুরু করে ফরয সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেনা বেচা ও অন্যান্য সকল কাজকর্ম হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক দোকানদারকে দেখা যায় তারা আযানের সময়ও নিজেদের দোকানে কিংবা মসজিদের সামনে কেনা বেচা চালিয়ে যেতে থাকে। যারা এ সময় কেনা-কাটায় অংশ নেয়, তারাও তাদের সাথে পাপে শরীক হয়। এমনকি তুচ্ছ একটি মিসওয়াক কেনা-বেচা করলেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই তাতে গোনাহগার হবে। আলেমগণের জোরালো মতানুসারে এ সময়ের কেনা-বেচা বাতিল বলে গণ্য হবে। অনেক হোটেল, বেকারী, ফ্যাক্টরী, কলকারখানা ইত্যাদির লোকেরা জুমু'আর সালাতের সময় তাদের শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাতে বাহ্যত: তাদের কিছু লাভ দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের রাস্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত উক্তি মোতাবেক আমল করা কর্তব্য-

«لاَ طَاعَةَ لِبَشَرِ فِي مَعْصِيَةِ اللّه»

"আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মানুষের আনুগত্য করা যাবে না"।[1]

## ফুটনোট

[1] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৬৫।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10062

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন